দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 APR 1998

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রশ্নপত্র ফাঁস ॥ মামলা ও সাংবাদিক গ্রেফতারের নিন্দায় বিএসপি

বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি কাজী শাহেদ আহমেদ প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের জন্য মামলা এবং সংবাদপত্রসেবী ও সাংবাদিক গ্রেফতারের নিন্দা করেছেন। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি করেন।

গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কাজী শাহেদ আহমেদ

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

মামলা

... (অপরাধ) আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী ... পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে অবাধ ... গ্রস্ত হবে। সুষ্ঠু-অবাধ সাংবাদিকতাও ক্ষ... অন্যদিকে দুর্নীতিবাজ গোষ্ঠী লাভবান হবে। এর ... সরকার এবং প্রশাসনও কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ সংবাদপত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের রিপোর্টিংয়ের ফলে প্রশাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সংবাদপত্রের রিপোর্টিংয়ের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। এতে যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয়, তারা লাভবান হয়। পরীক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, পরীক্ষা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকার ও প্রশাসনের ব্যর্থতা বা দুর্নীতির খবর তুলে ধরার অধিকার সংবাদপত্র সংরক্ষণ করে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সংবাদপত্র যদি প্রশ্নপত্র ফাঁসের রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের নমুনা তুলে না ধরে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করে। এমনকি প্রতিবেদনকে বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করে। ফলে প্রতিবেদনের যথার্থতা প্রমাণের জন্য ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্রের নমুনা ছাপা হয়। এটা বিশ্বব্যাপী সৎ ও সুষ্ঠু সাংবাদিকতার জন্য অপরিহার্য।

বিবৃতিতে বাংলাদেশ সাংবাদপত্র পরিষদ সভাপতি বলেন, উল্লিখিত আইনে সংবাদপত্র বলে কোন শব্দ নেই। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যেসব আইনে মামলা হয়, সেগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে সংবাদপত্র শব্দটি যুক্ত থাকে। ১৯৮০ সালে এই আইন প্রণয়নের পর কখনও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি। বোঝাই যায় এ আইন সংবাদপত্রের জন্য প্রযোজ্য নয়।